সৌরনীল রহস্য সংগ্রহ

১

শুভায়ন বসু

লিইবার ফিয়েরা

তেরো তারিখ শুক্রবার	১১
নেওয়ারি খুলি রহস্য	২১
স্যুইট নম্বর ১১	৪৫
ঐশী অন্তর্ধান রহস্য	৭৩
অ্যালিবাই	১০১
ডট অনিয়ন রহস্য	১২১

তেরো তারিখ শুক্রবার

সৌরনীলের অফিস একটা প্রাচীন বিশাল সরকারি বাড়িতে। সবাই বলে "লালবাড়ি"। বাড়িটার এখন রেনোভেশন চলছে। কালের যাত্রায় আজ সবকিছুই জীর্ণ, ভঙ্গুর। তাই ভেঙেচুরে সারানোর সঙ্গে সঙ্গে, পুরোনো ঐতিহ্যবাহী বাড়িটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোরও একটা চেষ্টা চলছে। এ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। বেশিরভাগ অফিসই অন্য বাড়িতে চলে গেছে, মাত্র কয়েকটা অফিস এখনো কোনোরকমে টিমটিম করে চলছে। তার মধ্যে সৌরনীলদের ডিপার্টমেন্টও আছে। চারিদিকে ঠক-ঠকা-ঠক ভয়ানক শব্দের মধ্যেই, কাজ করে চলেছে গুটিকয়েক মানুষ। অবশ্য সকলেই নতুন ঝাঁ চকচকে অফিসে শিফ্ট হবার দিন গুনছে। ক্যান্টিন, টি-স্টল সবই প্রায় বন্ধ। বিশাল বাড়িটাকে এখন আর চেনাই দায়, চারদিকে ভাঙা রাবিশ, কড়ি-বরগা-দরজা-জানলা, লোহার গ্রিল, পুরোনো ফার্নিচার, নানা রকম হাবিজাবি জিনিসপত্রে ভর্তি।

সেদিন একটু তাড়াতাড়িই বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছিল সৌরনীল। কাল শনিবার,পরশু রবি, পরপর দু'দিন ছুটি। ভেবেছিল সুচেতাকে নিয়ে ঘুরে আসবে বর্ধমানে নিজেদের দেশের বাড়ি থেকে, দু'দিনের জন্য। সবে বাড়ি ফিরে জুতোটা খুলে, ঘরে ঢুকেছে, অমনি ফোন। ওরই কলিগ তনু। "কিরে, কী হল আবার?", সৌরনীলের মনে শঙ্কা। আগে বেরিয়ে পড়েছে বলে বস আবার গাল পাড়ছে না তো!

তনুর গলায় তখন উৎকণ্ঠা। "শোন, একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। সকাল থেকে সরখেলবাবুকে দেখেছিস তুই?"

"না, মানে একবার মনে হচ্ছে দেখেছিলাম। কেন? কি হয়েছে?"

"আরে সেটাই তো। আমিও তো দেখেছি সকালে, টয়লেটে যাবার সময়।"

"হ্যাঁ, তো হয়েছেটা কী, বলবি তো?" সৌরনীলের গলায় উদ্বেগ।

নেওয়ারি খুলি রহস্য

বর্ণালী আর তুতাইকে নিয়ে সৌরনীল বিকেল বিকেলই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। আজ পয়লা জানুয়ারি, অফিস ছুটি, সন্ধ্যায় ঋষিতদের নতুন কেনা ফ্ল্যাটে গৃহ প্রবেশের নেমন্তন্ন। বেশ জমিয়ে খাওয়া দাওয়া আর আড্ডা হবে। ওদের অফিসের পুরো গ্রুপটাই যাবে।

মেট্রো থেকে পার্কস্ট্রিটে নেমে পড়ল তিনজনে। ভিক্টোরিয়ান ব্রাদার্স বলে একটা নামী অ্যান্টিক শপ আছে একটু এগোলেই। একটা ইউনিক আর ট্রেন্ডি গিফ্ট কিনতে হবে। নতুন ফ্ল্যাট সাজাতে ওদের কাজেও লেগে যাবে। এর আগেও অবশ্য সৌরনীল এক দু'বার ওই দোকানে ঢুঁ মেরেছে, জাস্ট শখে। অ্যান্টিকের ওপর ওর খুব আগ্রহ। এখান ওখান থেকে সাধ্যমতো নানারকম অ্যান্টিক কিনে ফেলে সাজায় ওদের ফ্ল্যাটে। ক'দিন আগে এই দোকানটাতেই একটা ফসফরাসের মেরি মূর্তি দেখে ওর খুব পছন্দ হয়েছিল। মূর্তিটা অন্ধকারে সবুজ আলোয় জ্বলে। দামটা অবশ্য ভালই হাঁকড়েছিল আনোয়ারদা, সাত হাজার। দরদামে পোষায়নি বলে নিতে পারেনি সেবার। আজ অবশ্য ঋষিতের জন্য গিফ্ট কেনার ব্যাপার আছে, তবু ভাবছিল আর একবার ট্রাই করবে ওই মেরি মূর্তিটার জন্য। এমনিতে অবশ্য আনোয়ারদার রেট ফিক্সড, দরদাম চলে না।

দোকানে ঢুকে মেরির মূর্তিটার খোঁজ করেই মনটা খারাপ হয়ে গেল সৌরনীলের, জিনিসটা গতকালই বিক্রি হয়ে গেছে। ইস, আফসোস আর যায় না সৌরনীলের। ভারি পছন্দ হয়েছিল মূর্তিটা। যাকগে, এখন ঋষিতের জন্য একটা ভাল গিফ্ট না কিনলেই নয়। ঋষিত ওর অনেকদিনের বন্ধু, সেই কলেজ লাইফের। পিএসসি পাশ করে দু'জনেরই একই অফিসে চাকরি পাওয়াটা ওদের বন্ধুত্বকে আরো গাঢ় করেছে। অবশ্য ঋষিতের বউ শম্পা আর বর্ণালীও যে স্কুলে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, সেই দারুণ যোগাযোগটা নেহাতই কাকতালীয়। তাই দুই ফ্যামিলি ভীষণ ক্লোজ, প্রায়ই আসা যাওয়া হয়,

স্যুইট নং ১১

এক

“হ্যালো... মিস্টার সৌরনীল বসু বলছেন?”

“হ্যাঁ, বলছি বলুন।”

“ওসি রাঘব সোম একটু কথা বলবেন, ধরুন। স্যার এই নিন।”

লাইনটা ট্রান্সফার করতেই ওপাশে চেনা গলা।

“কে সৌরনীল? আমি রাঘবদা বলছি।”

“আরে, রাঘবদা বলুন। এত সকাল সকাল কী মনে করে?”

“একবার এয়ারপোর্ট থানায় এখনই আসতে পারবে? আর্জেন্ট।”

“আরে নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু কেসটা কী?”

“একটা গাড়ি। মালিক বেপাত্তা। এসো, তারপর সব বলছি।”

ফোনটা কেটে যায়। সৌরনীলের রেডি হতে ঠিক পাঁচ মিনিট লাগে। চা-জলখাবারের পাটটা এখন তোলা থাক, পরে দেখা যাবে। রাঘবদার আর্জেন্ট ফোন মানে নিশ্চয়ই জটিল রহস্য, পুলিস কুলকিনারা পাচ্ছে না। বেশকিছু এরকম কেসের সুরাহা করে সৌরনীল এখন পার্টটাইম গোয়েন্দা। প্রায়ই পুলিসের কোনও না কোনও বড়কর্তার ফোন আসে, নানা কেসের ব্যাপারে হেল্প করার অনুরোধ নিয়ে।

সৌরনীল বেরিয়ে পড়ে, এখন দারুণ দারুণ সব এসি ইলেকট্রিক বাস হয়েছে। ভাড়াটা একটু বেশি হলেও আরামে যাওয়া যায়। সেরকমই একটা বাস পেয়ে গেল সে। দমদম এয়ারপোর্টের দু’নম্বর গেটের সামনেই থানা। কাছেই পার্কিং লট আর একটু দূরেই এয়ারপোর্টের মূল দরজা। থানায় রাঘববাবু ওর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। “চলো, পার্কিং লটে চলো, দেখাই তোমায়।” বলে রাঘববাবু উঠে পড়লেন। হেঁটেই ওরা চলে এল পার্কিং লটে। রাঘববাবু নো এন্ট্রি টেপে ঘেরা ছাই রঙের একটা গাড়ির কাছে নিয়ে

ঐশী অন্তর্ধান রহস্য

এক

"এতদিন পরে আপনার থানায় আসার কথা মনে পড়ল?"

"কী করব স্যার, আমার জামাই যে বলল, মেয়ে ভাল আছে।"

"নিজে তবু একবার মেয়েকে দেখতে যেতে পারেননি?"

"বাবারে! জামাই যে ভীষণ বদরাগী। ওকে সন্দেহ করছি জানলে আর রক্ষা থাকবে না।"

"তো কবে থেকে আপনার মেয়ে নিখোঁজ?"

"ঐশীর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছিল গত এপ্রিলের দশ তারিখে, ওর জন্মদিনে।"

"সেই তো! প্রায় ছ'মাস হতে চলল। এখন কি আর কিছু করা যাবে? তবু দেখি চেষ্টা করে।"

"একটু দেখুন স্যার। মেয়েটাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়। কোথায় যে হারিয়ে গেল। আমার জামাইটাও ভাল নয় স্যার।"

"জামাইয়ের নাম?"

"সুরঞ্জন বসু।"

"নাম করা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার?"

"হ্যাঁ"

"নাম শুনেছি। তা আপনাকে কি বলতেন তিনি? মেয়ে কোথায় আছে বলতেন?"

"বলত ঐশী নাকি বাড়ি ছেড়ে, পুরুলিয়ার কোনও গ্রামে গিয়ে থাকে। ওর অ্যাড এজেন্সির কাজে ব্যস্ত। ফোনে নাকি জামাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্তা হত।"

"সেসব কথা আপনি বিশ্বাস করতেন?"